যুগান্তর

তারিখ: 23 MAY 2012
পৃষ্ঠা: ২০ কলাম: ৪

৩০৬ মডেল স্কুল প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতি জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০৬ মডেল স্কুল প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) ডিজিকে চিঠি দেয়া হয়েছে।

পিইসি সভার সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়ে চিঠিতে বলা হয়েছে, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনার (ডিপিপি) ব্যত্যয় ঘটিয়ে ৩০৬ মডেল স্কুল প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৯৯টি বিদ্যালয় নির্মাণকাজে যেসব অনিয়ম করা হয়েছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে আরডিপিপিতে সন্নিবেশিত সার্ভেকৃত ৬৪টি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শ্রেণীবৃক্ষের আদর্শ মান অনুসরণ করে সার্ভের ভিত্তিতেই প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। ইতিমধ্যে যেহেতু ৯৯টি বিদ্যালয়ে প্রোটোটাইপ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে, তাই যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে অবশিষ্ট ১৪৩টি বিদ্যালয়ের জন্য চারতলা ভিতের ওপর তিনতলা প্রটোটাইপ ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৪৬৫ কোটি টাকার মডেল স্কুল প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজে ব্যাপক অনিয়ম করা হয়েছে। প্রকল্প নির্দেশনার বাইরে স্কুল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। বাস্তব চাহিদার (নিড ব্যাসিস) ভিত্তিতে প্রথমে ৬৪টি জেলায় একটি করে স্কুলের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারকাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তা কার্যকর হয়নি। উল্টো এর বাইরে নিড ব্যাসিস ছাড়া ৯৯টি স্কুলে টাইপ বিল্ডিং (একই ডিজাইনের নতুন ভবন) নির্মাণ করা হচ্ছে।

একই পন্থায় আরও ১০০টি স্কুলে টাইপ বিল্ডিং নির্মাণের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে স্কুলগুলোতে নিম্নমানের কম্পিউটার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কক্ষ না থাকায় ভালোভাবে সংরক্ষণের অভাবে অনেক স্কুলে এসব যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খোদ মাউশির (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর) পরিদর্শন রিপোর্টে এসব অনিয়ম বেরিয়ে এসেছে। আইএমইডি'র (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ) পরিদর্শন রিপোর্টে বেরিয়ে আসে আরও ভয়াবহ অনিয়মের চিত্র। ১৯ মার্চ এ বিষয়ে যুগান্তরে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর পরিকল্পনামন্ত্রীর নির্দেশে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে গ্রহণ করা ৩০৬টি স্কুলকে মডেল স্কুলে রূপান্তর করার প্রকল্পটি ২০১০ সালের জুন মাসে চালু করা হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রথমে প্রতিটি জেলায় একটি করে ৬৪টি স্কুলকে মডেল স্কুলে রূপান্তর করা হবে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫০টি এবং তৃতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট ৯২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তর করা হবে।